দৈনিক ইত্তেফাক

১৫

তারিখ ... ... MAR 1 1 2000

পৃঃ ... কলাম ...

আজ অংক পরীক্ষা ॥ বহিষ্কৃতসহ ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বাদ

রেজানুর রহমান ॥ আজ (শনিবার) এসএসসি'র অংক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সারাদেশে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর মোতায়েন করা হইবে। কোন কেন্দ্রে নকলের কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে তৎক্ষণাৎ উক্ত কেন্দ্র বাতিল করা হইবে। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কোন চাপকে গুরুত্ব দেওয়া হইবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের দায়ে কেহ ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইবে। কোন শিক্ষক নকল সরবরাহকারী হিসাবে ধরা পড়িলে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এদিকে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে নকলের ঘটনা কমে নাই। (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

আজ অংক পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

২রা মার্চ সারাদেশে এই পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। সাড়ে ৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে শুরু করিলেও ইতিমধ্যে পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে ২০ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীকে নকল করার সময় সহায়তা করার অভিযোগে সারাদেশে ইতিমধ্যে ৫০ জনেরও বেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা বহিষ্কৃত হইয়াছেন। কোথাও কোথাও পরীক্ষায় নকলের ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বাংলা এবং ইংরেজী পরীক্ষার পর আর পরীক্ষা দিতেছে না। একটি সূত্রের মতে, এই ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হইবে কমপক্ষে ১০ হাজার। অর্থাৎ নকলের দায়ে বহিষ্কৃত এবং পরীক্ষা দেওয়া হইতে বিরত থাকা পরীক্ষার্থী মিলাইয়া ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ঝরিয়া পড়িয়াছে। এইবার নকল সরবরাহকারী হিসাবে কোথাও কোথাও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতেছেন। একটি সূত্রের মতে, কোথাও কোথাও প্রশাসনের যোগসাজশে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় নকলের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। আজকের অংক পরীক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বোর্ড চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়াছে। পরীক্ষা কর্মকাণ্ডে দায়িত্বে অবহেলায় অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইবে। নকল সরবরাহের জন্য কোন শিক্ষক অভিযুক্ত হইলে তাহাকে ভবিষ্যতে আর কোন পরীক্ষাকাণ্ডে নিয়োগ করা হইবে না। পাশাপাশি তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষায় নকল করা এবং নকল সরবরাহ করা একটি সামাজিক অপরাধ। কথা উঠিয়াছে এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে জড়িত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হউক। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অপরাধীদের ছবি প্রকাশ করা হউক। পাশাপাশি পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে শাস্তির বিধান সংশোধন করা হউক।